বার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৬-০৭

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত তথ্যসহ)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় সরকারি নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। সমন্বয়ধর্মী বিভাগ বিধায় এ বিভাগের কার্যপরিধি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। মন্ত্রিসভা/ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন, মন্ত্রী/উপদেষ্টাগণের দায়িত্ব বন্টন, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিসমূহ গঠন ও উক্ত কমিটিসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠান, বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সাধারণ প্রশাসন এবং সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন(ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা, দিক নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্পৃক্ততার কারণে এ বিভাগের কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধি ও সম্পাদিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মতো ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বছর। এ বছরে একটি নির্বাচিত সরকার ও দু'টি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নির্বাচিত সরকার তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তাঁর স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ২৯ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। পরবর্তীতে দেশের তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বীয় পদ ত্যাগ করেন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডঃ ফখরুদ্দিন আহমদকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেন এবং ১২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে ডঃ ফখরুদ্দিন আহমদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদনটিতে সংক্ষিপ্ত আকারে এ বিভাগের বিভিন অধিশাখা/শাখার কর্মপরিচিতি এবং সম্পাদিত বিশেষ বিশেষ কাজগুলো তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করতে না পারায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বার্ষিক প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার নিমিত্ত বর্তমান অর্থবছরের প্রতিবেদনের সাথে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের কর্মকাণ্ড সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আশা করি এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পাঠকগণ প্রাসঙ্গিক ও ব্যবহার উপযোগী তথ্য পেতে সক্ষম হবেন এবং এ বিভাগের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাবেন।

প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আলী ইমাম মজুমদার)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি	১-২
২।	সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস	৩
৩।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪-৯
	(ক) মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৪
	(খ) রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	৪
	(গ) প্রশাসন অধিশাখা	৫-৬
	(ঘ) বিধি ও সেবা অধিশাখা	৬
	(ঙ) জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা	৭
	(চ) ফৌজদারি বিচার অধিশাখা	৮
	(ছ) অর্থনৈতিক অধিশাখা	৯
	(জ) প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা	৯
৪।	২০০৫-০৬ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ	১০-১১
৫।	২০০৫-০৬ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি	১১-১২
৬।	২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ	১২-১৩
৭।	২০০৬-০৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ	১৪-১৬
৮।	২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি	১৭
৯।	২০০৬-০৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ	১৭-২৭
১০।	পরিশিষ্ট - ক ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো	

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অক্টোবর ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্বায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্বায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার প্রভাব সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে।

২। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রিসভার/উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, পদত্যাগ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/ হুইপ/ উপমন্ত্রী/সমরূপমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্বায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী এর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবন্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন; রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; জাতীয় পুরস্কার ও স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সমর পুস্ক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

৩। সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা; বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তদারকি ও সমন্বয়সাধন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া নিকার সভা অনুষ্ঠান; নিকার সিদ্ধান্তের বাস্বায়ন অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/থানা সৃষ্টি; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং রুলস্ অব বিজনেস,১৯৯৬ এর ১৬(৬) বিধি মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন, রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(১) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং রুলস্ অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর ২৫(৩) বিধি অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলনপূর্বক মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্বায়ন কমিটি (নিকার) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ।

৬। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্ব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি)
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি
- বানিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি।

৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তিতে এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকাণ্ড চারটি অনুবিভাগের অধীনে ৮টি অধিশাখার আওতায় সম্পাদিত হয়। ৮টি অধিশাখার অধীনে ২৩টি শাখা, ১টি হিসাব ইউনিট, ১টি কম্পিউটার সেল, 'গবেষণা ও সংস্কার সেল' নামে একটি নতুন সেল, ১টি পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিট এবং ১টি সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। মন্পিরিষদ বিভাগে সর্বমোট লোকবল ১৬৬ জন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। এছাড়া চারজন যুগ্ম সচিব চারটি অনুবিভাগের দায়িত্বে আছেন।

যুগ্ম সচিবের অধীনস্থ অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

যুগ্ম সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট)	১। মন্ত্রিসভা অধিশাখা ২। রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বিধি)	১। প্রশাসন অধিশাখা ২। বিধি ও সেবা অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)	১। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা ২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা
যুগ্ম সচিব (কমিটি ও উন্নয়ন)	১। অর্থনৈতিক অধিশাখা ২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন উপসচিব এবং ২৩টি শাখার প্রতিটির দায়িত্ব পালন করেন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব ইউনিটে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার আওতায় কম্পিউটার সেলে একজন প্রোগ্রামার ও দুইজন কম্পিউটার অপারেটর নিয়োজিত রয়েছেন। একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান গবেষণা ও সংস্কার সেলের দায়িত্বে আছেন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার কর্মবন্টনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান করাই মন্ত্রিসভা অধিশাখার প্রধান দায়িত্ব। এই অধিশাখার অন্যান্য কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রেরিত মন্ত্রিসভার জন্য সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক আহ্বান ও কার্যপত্র প্রেরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণের অবলোকনের জন্য উক্ত কার্যবিবরণী প্রেরণ ও ফেরত গ্রহণ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্সমূহ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিতকরণ, মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ বাস্বায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সচিবের নিকট প্রেরণ, সিদ্ধান্সমূহের বাস্বায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ ;
- মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্সমূহের বাস্বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভার সাচিবিক দায়িত্ব পালন।

২। নিম্নোক্ত ৩টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় ঃ

(ক) মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখা
(খ) বাস্বায়ন-১ শাখা
(গ) বাস্বায়ন-২ শাখা ।

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(vi) মোতাবেক ইংরেজি বছরের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এবং নতুন জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্করণ; Rules of Business, 1996 এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সংকলন এবং Rules of Business, 1996 এর rule 25 (3) অনুসরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান; মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যে কোন বিষয়ের উপর ব্রীফ/সংলেখ প্রস্তুতকরণ; মন্ত্রিসভা বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী বাঁধাই ও সংরক্ষণ;সমর পুস্ক, খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও খসড়া বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখার থেকে সম্পাদন করা হয়।

২। নিম্নোক্ত ২টি শাখার মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় ঃ

(ক) রিপোর্ট শাখা
(খ) রেকর্ড শাখা।

প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখা মূলত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়াদি সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের পদায়ন এবং কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, স্থায়ীকরণ, পদসৃষ্টি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি, পেনশন, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি প্রশাসনিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরণের ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, গৃহ নির্মাণ ঋণ, কম্পিউটার, মোটরকার ও মোটর সাইকেল ঋণ মঞ্জুর, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসস্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রকার স্টেশনারি/মনিহারী দ্রব্যাদি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, টেলিফোন, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদিসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;
- পাক্ষিক ও মাসিক বিভাগীয় সমন্বয় সভার যাবতীয় কার্যাদি, বিভিন্ন সেমিনার/সভা/সম্মেলন/উৎসব আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবন্টন;
- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবদের বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস/মিশন/আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সম্মতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- সি আই পি নির্বাচন;
- কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনয়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক পুরস্কার/পদক/খেতাব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের অনুমোদন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মনোনয়ন প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- তোষাখানা নীতি প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় তোষাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ;
- সচিবালয় প্রবেশের সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিকার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ/আবেদন পত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ ;
- এ বিভাগে প্রেরিত পত্রাদি গ্রহণ ও বিতরণ এবং এ বিভাগ হতে অন্যত্র পত্রসমূহ বিলি বন্টন সংক্রান্ত কাজ ।

২। নিম্নোক্ত শাখাসমূহের মাধ্যমে প্রশাসন অধিশাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসন সংক্রান্ দায়িত্ব পালন করছে ঃ

(ক) সংস্থাপন শাখা
(খ) সাধারণ সেবা শাখা
(গ) সাধারণ শাখা
(ঘ) গোপনীয় ও তোষাখানা শাখা
(ঙ) হিসাব শাখা
(চ) সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্র
(জ) কম্পিউটার শাখা ।

বিধি ও সেবা অধিশাখা

বিধি ও সেবা অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর বন্টন সংক্রান্ কার্যাবলি;
- মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংসদ সম্পর্কিত কার্যবন্টন ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ আইন প্রণয়ন,সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ কার্যাবলি;
- জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সঙ্গীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, রুলস্ অব বিজনেস, এলাকেশন অব বিজনেস ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ কার্যাবলি;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের প্রটোকল সংক্রান্ নির্দেশমালা;
- বিভিন্ন বৈঠকের জন্য মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ বরাদ্দ;
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণের বেতন, ভ্রমণ ভাতা, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, আসবাবপত্র সরবরাহ, পৌরকর, ওয়াসা ও বিদ্যুৎ, প্রহরী কক্ষ নির্মাণ, নিজস্ব বাড়ি মেরামত, মন্ত্রিসভা বৈঠকের আপ্যায়ন ব্যয় ও ঐচ্ছিক মঞ্জুরি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন ।

২। বিধি ও সেবা অধিশাখার আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ৩টি শাখার সমন্বয়ে বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করা হয় ঃ

(ক) বিধি শাখা
(খ) মন্ত্রীসেবা শাখা
(গ) মন্ত্রী ও সচিব সেবা শাখা।

জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা

এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী বিভাগ, জেলা ও উপজেলার সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা প্রশাসন অধিশাখার মাধ্যমে এই দায়িত্ব সম্পাদন করছে। জেলা প্রশাসন অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/চীফ হুইপ/ প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/উপমন্ত্রী/সমরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দকে জেলার উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং সরকারের জনকল্যাণধর্মী কর্মসূচিসমূহের বাস্বায়ন অগ্রগতি ও চলমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান;
- বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণমূলক সিদ্ধান্ সংক্রান্ কার্যক্রম;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়সমূহ;
- মাঠ প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা ও তদন্ করা এবং বিভাগীয় মামলা রুজুর অনুমোদন প্রদান, তদন্তের পর প্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রেরণ, সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ;
- বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ কার্যাবলি ;
- বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে উক্ত প্রতিবেদনসমূহের ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত; আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ প্রাপ্ত বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ;
- জেলা প্রশাসকগণের সাময়িক ও বার্ষিক কর্মতৎপরতা মূল্যায়ন;
- দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ গ্রহণের নিমিত্তে জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারদের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- জেলা প্রশাসক সম্মেলন অনুষ্ঠান;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;
- মাঠ পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয় নিস্পত্তি ।

২। জেলা ও মাঠ প্রশাসন অধিশাখা নিম্নোক্ত ৪টি শাখার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন সংক্রান্ দায়িত্ব পালন করে থাকে ঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ের সাধারণ প্রশাসন শাখা;
(খ) মাঠ প্রশাসনের সমন্বয়ধর্মী ও বিশেষ কার্যাবলি শাখা;
(গ) মাঠ প্রশাসনের অভিযোগ শাখা ;
(ঘ) মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা

ফৌজদারি বিচার অধিশাখা সমগ্র দেশের ফৌজদারি বিচার প্রশাসন (ম্যাজিস্ট্রেসি) পরিচালনা, দিক নির্দেশনা প্রদান, সম্পাদিত কার্য মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ফৌজদারি বিচার অধিশাখার কার্যাবলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

- প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার ও পুনঃপ্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- ম্যাজিস্ট্রেটদের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের তদন্ত/নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসমূহ পর্যালোচনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা ;
- চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসহ সকল ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফৌজদারি মামলার মাসিক বিবরণী পর্যালোচনা ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;
- মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইনশৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলি ;
- ফৌজদারি বিচার বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি,পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ।

২। ফৌজদারি বিচার অধিশাখা নিম্নোক্ত ৩ টি শাখার মাধ্যমে ফৌজদারি বিচার প্রশাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছে ঃ

(ক) ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখা;

(খ) ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা;

(গ) ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি ও আইনশৃঙ্খলা শাখা ।

* বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাদি ফৌজদারি বিচার অধিশাখার আওতাভুক্ত।

অর্থনৈতিক অধিশাখা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা কমিটি, সচিব কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন, পুনর্গঠন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে সম্পাদন করে। এসএসবি, এনইসি ও একনেক সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কাজ এই অধিশাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক অধিশাখার মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি
- জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি
- যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করার জন্য গঠিত সচিব কমিটি।

২। অর্থনৈতিক অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা রয়েছে ঃ

(ক) কমিটি বিষয়ক শাখা
(খ) ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা।

প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা

প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি ও বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিশেষ সচিব কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান, উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ, স্বাধীনতা ও জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন; 'নিকার'সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান, 'নিকার' সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নসহ এর আওতাভূক্ত অন্যান্য বিষয়াদি; বিভাগ, জেলা, উপজেলা ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ; নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্রের গঠন প্রকৃতি, অবশ্যকরণীয় বিষয়াদি ও এগুলো স্থাপনের বিস্তারিত রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা সম্পাদন করে। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখা নিম্নবর্ণিত কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে ঃ

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা বিষয়ক সচিব কমিটি;
- জেলাসদরের কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি।

২। প্রকল্প ও সুশাসন অধিশাখার আওতায় নিম্নোক্ত ২টি শাখা ও একটি সেল রয়েছে ঃ

(ক) প্রকল্প ও সুশাসন শাখা
(খ) নিকার শাখা
(গ) গবেষণা ও সংস্কার সেল।

২০০৫-০৬ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

১। ***মন্ত্রিসভা বৈঠক ঃ*** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে(২০০৫-০৬) মোট ৩৭টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ১২৭টি সারসংক্ষেপ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সভায় মোট ১৩০টি সূচিভিত্তিক এবং ০৬টি বিবিধ সিদ্ধান্সহ মোট ১৩৬টি সিদ্ধান্ গৃহীত হয়েছে, তন্মধ্যে ৭৩টি (৬৮টি সূচিভিত্তিক এবং ০৫টি বিবিধ) সিদ্ধান্ বাস্বায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট সিদ্ধান্সমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে বাস্বায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পূর্বে গৃহীত ৬৭টি সিদ্ধান্ এ সময়ে বাস্বায়িত হয়েছে।

২। ***মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক ঃ*** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০০৫-০৬) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ১৬টি বৈঠক অনষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৯৮টি প্রস্াব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ৮০টি প্রস্াব অনুমোদিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ০৮ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৩৯টি প্রস্াব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ৩২টি প্রস্াব অনুমোদিত হয়েছে। এসকল সভার সিদ্ধান্সমূহ বাস্বায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ মন্ত্রিসভা কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভাসমূহের সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয় ঃ

(ক) নারী জাগরণ ও বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেগম রোকেয়া মান্নান ও শ্রীমতি সাহাকে ২০০৫ সালে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হয়।

(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৩ (তের) জন সুধীকে একুশে পদক, ২০০৬ প্রদান করা হয় ।

(গ) জাতীয় জীবনে অসাধারণ ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৩-০৩-২০০৬ তারিখে ২টি প্রতিষ্ঠান র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন ও বাংলাদেশ বেতারকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৬' প্রদান করা হয়।

৩। ***২০০৫-০৬ অর্থ বছরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঃ***

(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্বায়নাধীন "সাপোর্টিং গুড গভর্ণেন্স ইনিশিয়েটিভস্ (সংশোধিত)প্রকল্পের পার্ট বিঃ সাপোর্ট ফর পাবলিক সেক্টর এন্টি করাপশন ইনিশিয়েটিভস্" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) মন্ত্রিসভা বৈঠকসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৪-০৯-২০০৫, ২২-০৫-২০০৬ এবং ২৮-০৬-২০০৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০৩টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) ২৬-১০-২০০৬ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০১টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঙ) মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ০২-০৪ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন,২০০৬' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বিভাগীয় কমিশনারসহ জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(চ) ২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে ঃ

(১) ১ম শ্রেণীর বিচারিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনারগণকে ২(দুই) বছর বিচারিক দায়িত্ব পালনের পূর্বে অন্য কোন পদে বদলি/পদায়ন করা যাবে না।

(২) যে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিচারিক দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রয়েছেন তাদেরকে মামলা নিষ্পত্তি বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৩) যেসব জেলায় ১ম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা ০৪ এর বেশি রয়েছে সেসব জেলা থেকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বদলি করে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কম রয়েছে এমন জেলায় পদায়ন করা যেতে পারে।

(৪) আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর আওতায় মামলা গ্রহণের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদানসহ জেলার আইন-শৃঙ্খলা সভা এবং পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেসী সভায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২০০৫-০৬ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(১) মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা এবং বিদেশ থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি ১৪ আগস্ট ২০০৫ তারিখে আংশিক সংশোধন করা হয়েছে।

(২) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে এস,আর,ও নং-২৭৫ আইন/২০০৫-মপবি-৪/১/২০০২-বিধি এর মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন তালিকায় জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলি সংযোজন করে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ।

(৩) ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে ২০০৫ সনের ২০, ২১ এবং ২২ নং আইন দ্বারা যথাক্রমে The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975, The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975 এবং The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 সংশোধন করা হয়েছে।

(৪) ০৬ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে এস,আর,ও নং-২৮৫ আই/২০০৫-মপবি-৪/১/২০০২-বিধি এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগের কার্যবন্টন তালিকায় কর-ন্যায়পাল সংক্রান্ত কার্যাবলি সংযোজন করে Rules of Business, 1996 এর Schedule-I সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ

২০০৫-০৬ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক. জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি ঃ

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996 এর rule 16(6) মোতাবেক ২০০৬ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ সংকলন, প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন গ্রহণক্রমে চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২) ২০০৫-০৬ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সরকারি সফরকালে ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

(ক) ০১-০৮-২০০৫ তারিখ হতে ০৫-০৮-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ আল-সাউদ এর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সৌদি আরব সফর ।

(খ) ২৪ মে ২০০৬ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির চিকিৎসাজনিত কারণে সিঙ্গাপুর গমণ এবং ২০ জুন ২০০৬ তারিখে চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর হতে দেশে আগমন ।

(৩) ২০০৫-০৬ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে সরকারি সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনকালে প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

(ক) ১১-০৭-২০০৫ হতে ১৫-০৭-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত জাপানে সরকারি সফর;

(খ) ১৭-০৮-২০০৫ হতে ২১-০৮-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত চীনে সরকারি সফর ;

(গ) ১২-০৯-২০০৫ হতে ১৯-০৯-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬০তম অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্কে সরকারি সফর ;

(ঘ) ২৪-১০-২০০৫ হতে ৩১-১০-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে সরকারি সফর ;

(ঙ) ০৬-১২-২০০৫ হতে ০৯-১২-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরবে সরকারি সফর ;

(চ) ১৬-০১-২০০৬ হতে ১৭-০১-২০০৬ পর্যন্ত কুয়েতে সরকারি সফর ;

(ছ) ১২-০২-২০০৬ হতে ১৪-০২-২০০৬ পর্যন্ত পাকিস্তানে সরকারি সফর ;

(জ) ২০-০৩- ২০০৬ হতে ২২-০৩ ২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ভারতে সরকারি সফর ;

(ঝ) ১২- ০৪-২০০৬ হতে ১৫- ০৪-২০০৬ পর্যন্ত তুরস্কে সরকারি সফর এবং

(ঞ) ২৩-০৫-২০০৬ হতে ২৫-০৫-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফর ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি ঃ

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৮ লাইন থেকে উন্নীত করে ৫৬ লাইন বিশিষ্ট ইন্টারকম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করে ৬০ নোড থেকে ১০০ নোডে উন্নীত করা হয়েছে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ই-গভর্ণেন্স চালু করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার সিস্টেম বাস্বায়নের কাজ চলছে। এ সিস্টেমের আওতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ই-মেল, ফাইলশেয়ারিং ও ওয়েব সার্ভিস চালু করা হবে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহের সাথে অনলাইনে তথ্যাদি আদান প্রদানের জন্য ওয়েব এ্যাপলিকেশন তৈরি এবং এ বিভাগের জন্য ০১টি ইন্টার‍্যাকটিভ ওয়েব সাইট স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটটির ঠিকানা হচ্ছে- cabinet. gov. bd

(৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন বই ক্রয় করা হয়েছে।

(৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০২টি গাড়ী(ঢাকা মেট্রো-খ-১১-০০৬৫ও ঢাকা মেট্রো-খ-১১-০০৭৪) অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি গাড়ী নতুন ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও একটি নতুন গাড়ী ক্রয়ের কার্যক্রম চলছে।

(৬) স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৬ ও জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০০৬ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

১। ***মন্ত্রিসভা বৈঠক ঃ*** প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০০৬-০৭) মোট ৬০টি(মন্ত্রিসভা-১২টি ও উপদেষ্ট পরিষদ-৪৮টি) মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকে মোট ১৯০টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৭২টি (১৩৭টি সূচিভিত্তিক এবং ৩৫টি বিবিধ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। ***মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক ঃ*** প্রতিবেদনাধীন বছরটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বছর। এ বছরে একটি নির্বাচিত সরকার ও দু'টি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। নির্বাচিত সরকার তাঁর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তাঁর স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ২৯ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। পরবর্তীতে দেশের তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার স্বীয় পদ ত্যাগ করেন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডঃ ফখরুদ্দিন আহমদকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করেন এবং ১২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে ডঃ ফখরুদ্দিন আহমদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০০৬-০৭) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ২৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ১২৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ১০৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির মোট ০৯ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ৩৯টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়, তন্মধ্যে ২৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। এ সকল সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভাসমূহের সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয় ঃ

(ক) ২৮-০৯-২০০৬ তারিখ ও ০৮-১০-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ২(দুই) জন সুধীকে "বেগম রোকেয়া পদক-২০০৬" পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(খ) ২৮-০২-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ০৫(পাঁচ) জন সুধীকে "একুশে পদক-২০০৭" পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(গ) ০৫-০৩-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত সভার সুপারিশের আলোকে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও জনসেবায় অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এবং সমাজসেবায় অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্র্যাক-কে "স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৭" পুরস্কার প্রদান করা হয়।

মন্ত্রিসভা বৈঠক, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠকের একটি মেট্রিক্স নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

মন্ত্রিসভা বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

অর্থবছর / বিষয়সমূহ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭		
			জুলাই–অক্টোবর (২০০৬)	নভেঃ/০৬– ১০ জানু/০৭	১১ জানু– ৩০ জুন/০৭
মন্ত্রিসভা বৈঠক	৪১ টি	৩৭ টি	১২টি	০৮টি	৪০টি
মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	১২৬ টি	১৩৬ টি	৫৮টি	২২টি	২০৫টি
বাস্তবায়ন	৬৩ টি	৭৩ টি	৪২টি	১৫ টি	১১৫টি

সচিব সভা

অর্থবছর	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭		
			জুলাই -অক্টোবর (২০০৬)	নভেম্বর/০৬ – ১০ জানু/০৭	১১ জানু– ৩০ জুন/০৭
সভার সংখ্যা	০৭ টি	০৩ টি	০৩ টি	০৩ টি	০৩টি

মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের সভা

অর্থবছর / মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭		
			জুলাই–অক্টোঃ (২০০৬)	নভেঃ/০৬– ১০ জানু/০৭	১১ জানু– ৩০ জুন/০৭
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ/মন্ত্রিসভা কমিটি	১৪টি	১৯টি	০৬ টি	০৫টি	১০টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ/মন্ত্রিসভা কমিটি	০৯টি	০৮টি	০১টি	-	০৭টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ/মন্ত্রিসভা কমিটি	০৬টি	০৬টি	০২টি	-	০২টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ/মন্ত্রিসভা কমিটি	০২টি	০২টি	-	০২টি	০৭টি
৫। জনপ্রশাসন সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ/মন্ত্রিসভা কমিটি	০২টি	০২টি	-	-	-
৬। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের বদলি সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ/মন্ত্রিসভা কমিটি	-	-	-	-	০১টি

৩। *অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঃ*

(ক) ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে মোট ০৯টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে ০৯ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে ১টি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ২২ অক্টোবর ২০০৬ ১টি, ২৩ জানুয়ারি ও ২১ মে ২০০৭ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ২টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি সভা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রিসভা/উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্বায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ২২টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) ২৪-০৯-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্বায়ন কমিটি(নিকার) এর ৯৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্বায়নাধীন "সাপোর্টিং গুড গভর্ণেন্স ইনিশিয়েটিভস্ (সংশোধিত) প্রকল্পের পার্ট বিঃ সাপোর্ট ফর পাবলিক সেক্টর এন্টিকরাপশন ইনিশিয়েটিভস্" অংশের আওতায় প্রকল্প বাস্বায়ন কমিটি (Project Implementation Committee)-এর ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির কার্যক্রম গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ২৫-০২-২০০৭ তারিখে "প্রিপিয়ারিং দ্য গুড গভর্ণেন্স প্রজেক্ট" এর আওতায় প্রকল্প বাস্বায়ন কমিটি (Project Implementation Committee)-এর ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০-১২-২০০৬ ও ০৭-০২-২০০৭ তারিখে প্রিপিয়ারিং দ্য গুড গভর্ণেন্স প্রজেক্ট এর স্টিয়ারিং কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঙ) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(চ) যে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদানের বাস্তব উপযোগিতা বিদ্যমান নেই সে সকল সংস্থা চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত সচিব কমিটির ০১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ৬টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৫টি পস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।

(ছ) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২৬ জুলাই ২০০৬, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ এবং ০৫ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্তকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ জুলাই ২০০৬ ও ০৫ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটি(এনএমসি)-এর ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ০৫টি।

(জ) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের ০৭টি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঝ) মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ০৬-০৮ জুন ২০০৭ তারিখে "জেলা প্রশাসক সম্মেলন,২০০৭" অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

(১) দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭।

(২) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর সংশোধনকল্পে আনীত

অধ্যাদেশ নং-৭, ২০০৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের বিবরণ

২০০৬-০৭ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

ক. জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি ঃ

(১) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কুমিল্লা-৮ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন বীর প্রতীক'এর মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ০৩ জুলাই ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শোক প্রস্াব প্রজ্ঞাপন আকারে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশনাপূর্বক সকলের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) ০১ জুলাই ২০০৬ হতে ৩০ জুন ২০০৭ সময়ের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীগণ কর্তৃক সংসদ সম্পর্কীয় কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত ৮ম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশন চলাকালীন সময়ে ০৪-৭-২০০৬ তারিখে মপবি (মন্ত্রিসেবা)/২(১)/২০০৪ (অংশ)/১৩৬, ১২-৭-২০০৬ তারিখে মপবি(মন্ত্রিসেবা)/২(১)/২০০৪/১৪২ এবং ১২-৭-২০০৬ তারিখে মপবি(মন্ত্রিসেবা)/২(১)/২০০৪ (অংশ)//১৪৩ নং প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অসুস্থতাজনিত কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩/২৪ মে ২০০৬ অপরাহ্ন হতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সংক্রান্ প্রজ্ঞাপন জারি এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২২ আষাঢ় ১৪১৩/০৬ জুলাই ২০০৬ অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৪) ৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এনজিও বিষয়াদি'র প্রতিমিন্ত্রী জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান (আজাদ)কে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেজর (অবঃ) মোঃ কামরুল ইসলামকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পুনর্বন্টনের আদেশ জারি করা হয়েছেন।

(৫) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিকার সভায় ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলাকে বিভক্ত করে 'সালথা' থানা হিসেবে প্রশাসনিক উপজেলায় উন্নীতকরণ, রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাকে বিভক্ত করে 'কালুখালী' নামে নতুন উপজেলা গঠন এবং টাঙ্গাইল জেলার নারুচী পুলিশ ফাঁড়িকে 'হেমনগর' তদন্তকেন্দ্র রূপান্তরকরণসহ ৫টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার সহকারী জজ আদালত সাতকানিয়া হতে বাঁশখালীতে প্রত্যাবর্তন, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানাধীন কচুয়াবাজার এলাকায় একটি তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া "লিগ্যাল এন্ড জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের" আওতায়ধীন মামলা ব্যবস্থাপনা ও আদালত প্রশাসন সংস্কারের নিমিত্তে ৫টি জেলা জুডিশিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পদ সৃজন, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ডোনারচর ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য রাজস্ব খাতে অস্থায়ী পদ সৃজন, নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল ১৫০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত হওয়ায় রাজস্ব খাতে নতুন পদ সৃজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(১)(গ) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জনাব আনোয়ারুল কবীর তালুকদার এর প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগের অবসান ঘটার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৭) ০৩ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞাকে, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পুনর্বন্টনের আদেশ জারি করা হয়েছে।

(৮) ০৫ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখের মপবি-৩/১৬/৮৯-বিধি(অংশ-১)/৬৫ নং স্মারকে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণের আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে, বিশেষ করে মফস্বল সফরের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত সার্বক্ষনিক গাড়ীর অতিরিক্ত জীপ গাড়ীর জন্য সংশিষ্ট সংস্থা দৈনিক সর্বোচ্চ ১০(দশ) লিটার জ্বালানীর পরিবর্তে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ১০% হ্রাসকৃত হারে দৈনিক সর্বোচ্চ ৯ (নয়) লিটার জ্বালানী সরবরাহ করবে মর্মে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(৯) ০৫ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখের মপবি-৩/১৬/৮৯-বিধি(অংশ-১)/৬৬ নং স্মারকে মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ীর বিপরীতে দৈনিক ২০ (বিশ) লিটার জ্বালানী মূল্যের সমপরিমান টাকা জ্বালানী ভাতার পরিবর্তে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ১০% হ্রাসকৃত হারে দৈনিক ১৮ (আঠার) লিটার জ্বালানী মূল্যের সমপরিমাণ টাকা জ্বালানী ভাতা প্রদান সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(১০) ২৩ অক্টোবর, ২০০৬ তারিখের মপবি-৫/১/২০০১-বিধি/৭০ নং প্রজ্ঞাপনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ৭ই নভেম্বর, ২০০৬ তারিখে সকল সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১১) ২৯ অক্টোবর ২০০৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ)(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে বিচারপতি মোঃ ফজলুল হক, ডক্টর আকবর আলি খান, জনাব সি, এম, শফি সামি, জনাব হাসান মশহুদ চৌধূরী, জনাব ধীরাজ কুমার নাথ, জনাব মাহবুবুল আলম, জনাব এম. আজিজুল হক, প্রফেসর (এ্যামিরেটাস) সুফিয়া রহমান, বেগম ইয়াসমিন মূর্শেদ, বেগম সুলতানা কামালকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৩) ০১ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৪) ০১ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিচারপতি মোঃ ফজলুল হক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা ডক্টর আকবর আলি খান অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্বায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা জনাব হাসান মশহুদ চৌধূরী , বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা জনাব সি, এম, শফি সামি কৃষি মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা জনাব ধীরাজ কুমার নাথ মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা জনাব মাহবুবুল আলম পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা জনাব এম. আজিজুল হক স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা প্রফেসর (এ্যামিরেটাস) সুফিয়া রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা বেগম ইয়াসমিন মূর্শেদ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, উপদেষ্টা বেগম সুলতানা কামাল শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৫) ০২ নভেম্বর ২০০৬ তারিখের মপবি/প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/৭৪ নং স্মারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও স্পীকার এর কার্যালয়ে এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে মর্মে আদেশ জারি করা হয়েছে।

(১৬) ১৫ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে সরকারি কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পর্ষদ/কমিটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত/মনোনীত রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের স্থলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেবলমাত্র সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে সভাপতি, সদস্য বা প্রতিনিধি মনোয়ন/নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

(১৭) ২৩ নভেম্বর ২০০৬/০৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-১/২০০৬/১৪৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত "আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি"র সদস্য জনাব হাসান মশহুদ চৌধুরী এর স্থলে উপদেষ্টা, মেঃ জেঃ রুহুল আলম চৌধুরী (অবঃ)-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৮) রাষ্ট্রপতি ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা Rules of Business, 1996 এর rule 3(iv) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহাম্মেদকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব পুনর্বন্টন করে ২৮-১১-২০০৬ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(১৯) ০৭ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে বেসরকারীকরণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৫নং আইন) এর ৬(ক) ধারা অনুসারে সরকার জনাব মোঃ আবু সোলায়মান চৌধুরীকে পাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তিনি উক্ত পদে থাকাকালীন সময়ে সরকারের একজন উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন মর্মে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২০) ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ডক্টর আকবর আলি খান, জনাব হাসান মশহুদ চৌধূরী, জনাব সি, এম, শফি সামি, বেগম সুলতানা কামাল স্বীয় পদ ত্যাগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২১) ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার শূন্য পদে মেঃ জেঃ রুহুল আলম চৌধুরী (অবঃ), জনাব সফিকুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ মঈন উদ্দিন খান, ডঃ শোয়েব আহমেদকে নিয়োগদানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২২) ১২ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মেঃ জেঃ রুহুল আলম চৌধুরী (অবঃ) কে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে , জনাব সফিকুল হক চৌধুরীকে কৃষি মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে , অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দিন খানকে শিল্প মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে , ড. শোয়েব আহমেদকে অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্বায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৩) ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের স্বীয় পদত্যাগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৪) ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাগণ জনাব ধীরাজ কুমার নাথ, জনাব মাহবুবুল আলম, জনাব এম, আজিজুল হক, প্রফেসর (এ্যামিরেটাস) সুফিয়া রহমান, বেগম ইয়াসমিন মূর্শেদ, মেঃ জেঃ রুহুল আলম চৌধুরী)(অবঃ), জনাব সফিকুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক মঈন উদ্দিন খান ও ড. শোয়েব আহমেদের স্বীয় পদত্যাগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৫) ১২ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৬) ১৩ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ডঃ এ, বি, মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম, মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি (অবঃ), জনাব তপন চৌধুরী, বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরীকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৭) ১৪ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমদ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব, উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে , উপদেষ্টা ডঃ এ, বি, মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অভ্যন্রীণ সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, বাস্বায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, উপদেষ্টা মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি (অবঃ) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রঃ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব, উপদেষ্টা, জনাব তপন চৌধুরী বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এবং উপদেষ্টা বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৮) ১৪ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ(৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মোঃ ফজলুল হক-এর স্বীয় পদ ত্যাগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(২৯) ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, জনাব আইয়ুব কাদরী, মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ), জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, জনাব ফয়েজ খান-এর নিয়োগ দানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩০) ১৭ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক জনাব আইয়ুব কাদরী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, মেজর জেনারেল ডাঃ এ এস এম মতিউর রহমান (অবঃ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব বন্টনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩১) ১৮ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ জারিকৃত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৬-৩৮ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৬ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত মপবি(মন্ত্রিসেবা)/৬(৩)/২০০৬/৩৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে নিয়োগকৃত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ফয়েজ খান এর নিয়োগাদেশ বাতিল করা হয়।

(৩২) ১৮ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়া রাষ্ট্রপতি ডঃ চৌধূরী সাজ্জাদূল করিমকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দানের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩৩) ১৮ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরীকে পররাষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ডঃ চৌধূরী সাজ্জাদূল করিমকে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বন্টনের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩৪) ২১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখের মপবি/প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/০৮ নং স্মারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও স্পীকার এর কার্যালয়ে এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সংক্রান্ত ০২ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখের মপবি/প্রতিকৃতি/২০০৬-বিধি/৭৪নং- স্মারকটি বাতিল করা হয়েছে।

(৩৫) ২১ জানুয়ারি, ২০০৭/০৮ মাঘ, ১৪১৩ তারিখে জারীকৃত মপবি/কঃবিঃশাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-১/২০০৬/০৪ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত পরিশিষ্ট-চ এ 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি'-তে জনাব আইয়ুব কাদরী, উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ।

(৩৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ জানুয়ারি, ২০০৭/০৮ মাঘ, ১৪১৩ তারিখে জারীকৃত মপবি/কঃবিঃশাঃ/উপদেষ্টা পরিষদ-১/২০০৬/০৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনের পরিশিষ্ট-ছ এ 'আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি' এর সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ (অনুচ্ছেদ-'খ') এর ক্রমিক (৫) এ "চিফ অব জেনারেল স্টাফ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ" এর স্থলে "চিফ অব জেনারেল স্টাফ, সেনাসদর" প্রতিস্থাপিত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ।

(৩৭) ২২ জানুয়ারি ২০০৩/০৯ মাঘ ১৪০৯ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/সক-০১/২০০৩/২৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত কমিটির ১নং অনুচ্ছেদের-ক এর ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত "সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব" এর স্থলে "সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান"-কে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৩৮) ০১ মার্চ ২০০৭ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা বেগম গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে Gender Equality and the Empowerment of Women বিষয়ে Second Informal Debate-এ অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ০১-৩-২০০৭ তারিখে দেশ ত্যাগ করেন। তাঁর দেশ ত্যাগের সময় হতে দেশে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা জনাব আইয়ুব কাদরী তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং উপদেষ্টা জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনের আদেশ জারি করা হয়েছে।

(৩৯) ০৪ মার্চ ২০০৭ তারিখের মপবি/২/৯২-বিধি/১৭ নং স্মারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা এবং সফর শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত নির্দেশাবলী জারি করা হয়েছে ।

(৪০) ১৯ মার্চ, ২০০৭ তারিখের মপবি-৫/১/২০০৭-বিধি/৩০ নং স্মারকে জাতীয় পতাকার যথাযথ ব্যবহার/পদর্শন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণ জেলা তথ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে এবং স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী (স্কাউট)/প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ দ্বারা বৃহত্তর সমাজ/জনগোষ্ঠি (wider community)এর মাঝে People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 (Revised up to July, 2005)-এর প্রয়োজনীয় অংশ বহুল পচারের ব্যবস্থা নেয়া এবং গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের সর্বসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে টেলিভিশনে উল্লিখিত রুলস এর প্রয়োজনীয় অংশ প্রচারেরও ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়েছে।

(৪১) ২৭ মার্চ, ২০০৭ তারিখের মপবি/২/ ৯২-বিধি/৩৩ নং স্মারকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ যাত্রা এবং সফর শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে অনুসরণীয় রাষ্ট্রাচার (Protocol) সংক্রান্ত ০৪ মার্চ ২০০৭ তারিখের মপবি/২/৯২-বিধি/১৭ নং স্মারকে জারিকৃত নির্দেশাবলী সংশোধন করা হয়েছে।

(৪২) ২৮ মে, ২০০৭ তারিখের মপবি-১৭/১/২০০৬-বিধি/৬৬ নং স্মারকে The Ministers, Ministers of state and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973 এর rule 16(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ মে, ১৯৮৮ তারিখের মপবি-৩/১/৮৮-বিধি/১৫০ নং অফিস স্মারকে বর্ণিত মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে কোন একটি কেইসে দেয় অর্থের পরিমাণ ১০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

(৪৩) ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারীকৃত 'Instruction regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the Zia International Airport" সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মুখ্য সচিব অবসর গ্রহণের পরও কমপক্ষে ০৩(তিন) বছর জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন।

(৪৪) ৩১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারীকৃত 'Instruction regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the Zia International Airport' সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা তদমর্যাদাসম্পন্ন সকল ব্যক্তি ও সংসদ সদস্যগণ তাঁদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং সচিবগণ অবসর গ্রহণের পরও কমপক্ষে ০৩(তিন) বছর জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন ।

(৪৫) ১৭ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জারীকৃত 'Instruction regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the Zia International Airport' সংশোধনীর মাধ্যমে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীর প্রধানসহ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ও তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ নৌ/বিমান বাহিনীর সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাঁদের অবসর গ্রহণের পরবর্তী ০৩(তিন) বছর জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন ।

(৪৬) ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে জারীকৃত 'Instruction regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the Zia International Airport' সংশোধনীর মাধ্যমে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুসকে আজীবন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়।

(৪৭) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নিম্নোক্ত দেশসমূহে সরকারি সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/উপদেষ্টা ঢাকা ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তনকালে প্রটোকল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে ঃ

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২-০৮-২০০৬ তারিখ থেকে ০৩-০৮-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত মালয়েশিয়া সফর উপলক্ষে;

(খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪-১০-২০০৬ তারিখ থেকে ২১-১০-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব সফর উপলক্ষে

(গ) মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা SAARC সম্মেলনে ভারত গমণের উদ্দেশ্যে ০২-০৪-২০০৭ তারিখ থেকে ০৫-০৪-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সফর উপলক্ষে ।

(৪৮) বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ বাংলাদেশ পুলিশ-এর নিকট হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪৯) জেলা প্রশাসক ও চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট থেকে ফ্যাক্স বার্তায় প্রাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ বাংলাদেশ পুলিশ-এর নিকট হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তার ভিত্তিতে সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫০) "সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৬ এর খসড়া সার্বিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি"তে মন্ত্রা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৫১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচীর সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ।

(৫২) দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়ন, অস্ত্র উদ্ধার অভিযান তত্ত্বাবধান এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৫৩) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৫৪) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৫৫) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৫৬) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৫৭) প্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৫৮) জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে ।

(৫৯) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

(৬০) দুর্নীতি দমনের জন্য বিদ্যমান আইনগত, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অপর্যাপ্ততা/সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে জরুরিভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৬১) প্রকল্প শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা প্রকল্পে তিন বছর কর্মকাল শেষ হবার পূর্বে প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের বদলীর বিষয় বিবেচনা করার নিমিত্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২-০৮-২০০৪ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/১৭১ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৬২) ২৩ জুলাই ২০০২ তারিখে জারীকৃত মঙ্গলবার সভাবিহীন দিবস সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মপবি/কঃবিঃশাঃ/ কপগ-১১/২০০১-১৬২ সংখ্যক স্মারকটি (অফিস আদেশ) বাতিল করা হয় এবং এখন থেকে সপ্তাহের সকল কর্মদিবসেই প্রয়োজনীয় সভা আহ্বান বা সেমিনার/ওয়ার্কসপ আয়োজন করা যাবে মর্মে পুনরায় অফিস অদেশ জারি করা হয়েছে ।

(৬৩) দুর্নীতিসহ গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/বিভাগসমূহকে কার্যকরী কাঠামোর আওতায় "জাতীয় সমন্বয় কমিটি" গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৬৪) 'বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন' (Bangladesh National Human Right`s Commission) প্রতিষ্ঠাকল্পে আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(৬৫) 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ জাতীয় বাস্বায়ন কমিটি' (নিকার)।

(৬৬) 'বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি' ।

(৬৭) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ।

(৬৮) ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্ম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় "স্বাধীনতা স্ম্ভ" (টাওয়ার) নকশা নির্বাচন সংক্রান্ কমিটি পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৬৯) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরে বোরো আবাদ ও উৎপাদনের অতিরঞ্জিত লক্ষমাত্রা সংক্রান্ তথ্য ও উপাত্ত নীতি-নির্ধারনী পর্যায়ে উপস্থাপনের বিষয় এবং ১০ লক্ষ মেঃ টন বোরো ফসলের উৎপাদন ঘাটতি ও বোরো ধানের সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্াব সম্বলিত গোপনীয় তথ্যাবলী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের পূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি তদন্পূর্বক দায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একটি তদন্ কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে ।

(৭০) 'জাতীয় শিশু পরিষদ' পুনর্গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

(৭১) ১০-১১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তাপুষ্ট প্রিপ্রিয়ারিং দ্য গুড গভর্ণেন্স প্রজেক্ট ও ৯-১১ এপ্রিল ২০০৭ তারিখে সাপোর্টিং গুড গভর্ণেন্স ইনিশিয়েটিভস (ফেইজ-২) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পদ্বয়ের কন্ট্রাক্ট নেগোশিয়েশন ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৭২) ০৬-০৩-২০০৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় বাস্বায়নাধীন ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তাপুষ্ট "সাপোর্টিং গুড গভর্ণেন্স ইনিশিয়েটিভস্ (Phase-II) শীর্ষক অনুমোদিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৬৪.৬৫৩(চৌষট্রি দশমিক ছয় পাঁচ তিন) মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১২.৯০৩ (বার দশমিক নয় শূন্য তিন) মিলিয়ন টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য(এডিবি) ৫১.৭৫০(একান্ন দশমিক সাত পাঁচ শূন্য) মিলিয়ন টাকা ।

(৭৩) প্রিপ্রিয়ারিং দ্য গুড গভর্ণেন্স প্রজেক্ট এর আওতায় দুর্নীতির কারণ ও তা প্রতিরোধকল্পে ন্যাশনাল ইনটেগ্রিটি স্ট্রাটেজিজ ও একটি ওয়ার্ক প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ প্রস্তুতকৃত খসড়া দলিলের উপর মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব কর্তৃক লিখিত একটি উপানুষ্ঠানিক পত্র সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭৪) প্রিপ্রিয়ারিং দ্য গুড গভর্ণেন্স প্রজেক্ট এর সমাপ্তির তারিখ জুন ২০০৭ তারিখের স্থলে নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সানুগ্রহ অনুমোদনে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ১১-০৬-২০০৭ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে।

(৭৫) ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২১ ও ২২তম ব্যাচের সদস্যদের On the Job Training সংক্রান্ত কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি জেলায় ২১ ও ২২তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

(৭৬) ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ৮৬ জন ২য় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে ১ম শ্রেণীর এবং ১৪২ জন ৩য় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(৭৭) প্রতিবেদনাধীন বছরে ৬৪টি জেলা ও ৪টি মেট্রোপলিটান অঞ্চল হতে ১১,৭০২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৫৭,২৭৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ২১,৫২,৭৫,০৬৩/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

(৭৮) বিশেষ পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং চাঞ্চল্যকর ও স্পর্শকাতর ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবেদনের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(৭৯) দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালে বিচারাধীন মামলার সাক্ষী, হাজিরা ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিভাগীয় মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করা হয়।

(৮০) সম্প্রতি চট্টগ্রাম পাহাড় ধ্বস এর ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যাবলি ঃ

(১) ২৩ মে থেকে ৩১ মে ২০০৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ০৫ জন ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে On the Job Training Course প্রদান করা হয়েছে।

(২) প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৮ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের অভ্যন্তরে ৪টি সেমিনারে ৪জন কর্মকর্তা এবং ৩টি ওয়ার্কশপে ৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

--------- × ---------